কুষ্টিয়ায় নতুন শনাক্ত ২৪জন, মোট ৬২২

কুষ্টিয়া জেলায় আজ নতুন করে ২৪জনকে আক্রান্ত বলে সনাক্ত করা হয়েছে। এই নিয়ে কুষ্টিয়ায় এখন পর্যন্ত ৬২২ জন কোভিড রোগী সনাক্ত হল। এ পর্যন্ত জেলায় মোট ১০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবে মঙ্গলবার কুষ্টিয়া জেলার ১৮০ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ২৪ জনকে কোভিড-১৯ করোনা পজিটিভ বলে সনাক্ত করা হয়।

নতুন আক্রান্তের মধ্যে কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় ১৬ জন, ভেড়ামারা উপজেলায় ৬জন, মিরপুর উপজেলায় ১ জন ও কুমারখালী উপজেলায় ১ জন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবরিসক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা: তাপস কুমার সরকার জানান, সুস্থ হয়ে ছাড় পেয়েছেন মোট ২৩২ জন, বর্তমানে হোম আইসোলেশনে রয়েছে চিকিৎসাধীন ৩৪৭ জন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৩৩ জন।

এছাড়াও জেলায় মোট ১০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

কার্পাসডাঙ্গায় ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে এলজিএসপি-৩ এর ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বরাদ্দে নোভেল করোনা ভাইরাস

(□□□□□□□-□□) □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ , □□□□□ □□□□□ □□□ □□□

□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□: □□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□ □□□: □□□□ □□□□□□ □□□□□□□, □□□: □: □□□□□, □□□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□ , □□□□□□□□□□□□□, □□□ □□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□ □□□: □□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□ □ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□, □□□□ □□□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□-□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□

রেখেছি। বিক্রি কম হওয়ায় ব্যবসার ধরণ পাল্টেছে। বই বিক্রির পাশাপাশি অন্যান্য পণ্যও বিক্রি করছি। আমার দোকানে ৪ জন কর্মচারি কাজ করে। তাদের একদিন পরপর ডিউটি করে দিয়েছি। বেতনও অর্ধেক করে দিতে বাধ্য হয়েছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে ভবিষ্যতে আরও অর্থনৈতিক মন্দায় পড়তে হবে।

দোয়েল বুক হাউজের স্বত্বাধিকারী আব্দুল আজিজ বলেন, একসময় জমজমাট ছিল বইয়ের দোকান গুলো। এখন সেগুলো বিরান ভূমি। আগে এখানে সকাল ৯টায় আসতাম। বাসায় ফিরতাম রাত ১০টায়। কিন্তু এখন সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখছি। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই বসে থাকতে হচ্ছে। ব্যবসায় প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ায় টিকে থাকাই এখন অনেক প্রতিষ্ঠানের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্টুডেন্ট লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী সাইদুর রহমান রিপন জানান, বাড়িতে সময় কাটছে না তাই দোকান খুলে বসে আছি। বেঁচা-বিক্রি একদমই নেই। দুই একজন আসছে বিভিন্ন পোস্টার কাগজ কিনতে। এতে দিন হাজিরাতো দূরের কথা বিদ্যুৎ বিলের টাকাও হচ্ছে না।

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি ফরিদ উদ্দীন জানান, আমাদের ব্যবসা মূলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। করোনার প্রাদুর্ভাবে প্রায় ৫ মাস ধরে বন্ধ আছে প্রতিষ্ঠান গুলো। ফলে লাইব্রেরি ব্যবসায় বেশ ভাটা পড়েছে। পুরনো ছোট খাটো বইয়ের দোকান ইতোমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। যেগুলো আছে তাও নিভু নিভু অবস্থায় টিকে আছে। লাইব্রেরিতে কাজ করা কর্মচারিরাও পড়েছে বিপাকে। অনেকেই চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সরকারি প্রণোদনা দাবি জানাচ্ছি।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে ইয়ুথ গ্রুপ গঠন

মেহেরপুরের আমঝুপিতে শিশু অধিকার রক্ষাসহ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ, শিশু বিবাহ, শিশু নির্যাতন, শিশু শ্রম বিষয়ে জনগণকে

সচেতন করতে ইয়ুথ গ্রুপ গঠন করা হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এর হল রুমে এ উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এ সভার আয়োজন করে।
মউক নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম এর সভাপতিত্বে এ গঠন সভায় ইয়ুথ গ্রুপ গঠন এর উদ্দেশ্য, শিশু অধিকার বর্তমান করোনা পরিস্থিতি ও শিশু নির্যাতনের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়। আলোচনা শেষে রওনক জাহান কে সভাপতি ও গোলাম রেজা কে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি ইয়ুথ গ্রুপ গঠন করা হয়।

সভাটি পরিচালনা করেন মানবাধিকার কর্মী সাদ আহাম্মদ।

আলমডাঙ্গায় আন্তজেলা মোটর চোরচক্রের দুই জনকে পুলিশে হস্তান্তর

আলমডাঙ্গায় আন্তজেলা শ্যালোমেশিন চোরচক্রের দুই হোতাকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে গ্রামবাসী।

গতকাল মঙ্গলবার (৩০ জুন) ভোরে শ্যালো মেশিনের মোটরসহ ইমরুল ও সেলিম নামের দুই আন্তজেলা চোরচক্রের সদস্যকে ধরে পুলিশে দেওয়া হয়।

আটক ইমরুল কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার আব্দুল মান্নানের ছেলে এবং সেলিম কুষ্টিয়ার আল্লাহর দরগার তাজপুরের হায়াত আলীর ছেলে। বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলায় তাদের চোরচক্রের সক্রিয় সদস্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারা সাধারনত রাতের বেলায় মাঠ থেকে কৃষকের সেচ কাজে ব্যবহৃত শ্যালো মেশিনের মোটর চুরি করে থাকে।

জানা গেছে, সোমবার দিনগত রাতে আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়নের কেশবপুর মাঠে আন্তজেলা এই চোরচক্রের সদস্যরা হানা দেয়। তারা মাঠ

থেকে কৃষকের মোটর চুরি করে তাদের গাড়ি আসার অপেক্ষা করতে থাকে। গাড়ি আসার আগেই কেশবপুর গ্রামের এক লোক চোরদের দেখে ফেলেন। তার চিৎকার চেচামেচিতে গ্রামের লোকজন তেড়ে ধরে ফেলেন ইমরুল ও সেলিম চোরকে। তাদেরকে গণধোলায় দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় গ্রামবাসী।

প্রাগপুর গ্রামের জালাল হোসেন জানান, সোমবার রাতে কেশবপুর মাঠ থেকে তার একটি মোটর চুরি হয়েছে। তার আগে একই গ্রামের নীলচাঁদের মাঠ থেকে একটি মোটর চুরি যায়। একই সাথে বড় বোয়ালিয়া গ্রামের মিন্টু বিশ্বাসের মোটর চুরি হয়। একই গ্রামের জাহামত, শরিফ, আব্দুল কাদেরেরও একটি মোটর চুরি হয়। তারা থানায় মোটর চুরির অভিযোগ দায়ের করেছেন।

আলমডাঙ্গার জেহালায় ঘর থেকে ৭০ হাজার টাকা চুরি

আলমডাঙ্গার জেহালায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার রাত ৩ টার দিকে চোর ঘরে ঢুকে ৭০ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, জেহালার অঘর্নাথ স্কুল এলাকার ইউনুস আলীর ছেলে রফিকুল ইসলাম রাজিব ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত ৩ টার দিকে তিনি দেখতে পান ঘরের ভেতর চোর ঢুকেছে। তিনি চোর না ধরে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় শিকল দিয়ে দেন। এ সময় তিনি বাইরে থেকে প্রতিবেশীদের ডাকতে থাকেন। প্রতিবেশীরা এসে ঘর খুলে দেখেন চোর ঘরের জানালা ভেঙ্গে পালিয়ে গেছে। সেই চোর পালিয়ে যাওয়ার সময় ঘরে রাখা ৭০ হাজার টাকাও নিয়ে গেছে।

রাজিব জানান, জেহালার মদনবাবুর মোড়ে তার একটি মুদিখানার দোকান আছে। রাত ১০ টার দিকে সেই দোকান বন্ধ করে বাড়িতে যান। খাওয়া- দাওয়া শেষে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। রাত ৩ টার দিকে চোর ঘরে ঢোকায় তিনি জেগে ওঠেন।

চুয়াডাঙ্গার সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের স্বপ্নভঙ্গের উপক্রম

স্বপ্নভঙ্গ হতে বসেছে চুয়াডাঙ্গা কর্মরত সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের। করোনা মোকাবিলায় সম্মুখযোদ্ধা চিকিৎসকদের কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করেও বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। কর্মরতদের অনেকের স্বপ্ন ছিলো ঝুঁকিপূর্ণ এ কাজে আত্মনিয়োগ করলে সরকারীভাবেই তারা স্বীকৃতি পাবেন। কিন্তু সে স্বপ্ন এখন ভেঙে যেতে বসেছে।

সম্প্রতি সরকারিভাবে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে চুয়াডাঙ্গার কোনো সেচ্ছাসবকই এতে স্থান পাননি। এতে তাদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ দেখা গেছে।

করোনা সংক্রমণের শুরুর দিকে করোনা মোকাবিলার জন্য সারাদেশের মেডিকেল টেকনোরজিস্টদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয় সরকারিভাবে। সে সময় চুয়াডাঙ্গার অনেক যুবক-যুবতী সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে নিজেদের নাম লেখান। তাদের মধ্যে আবার অনেকেই স্বপ্ন দেখেন ভবিষ্যতে এ পদে নিয়োগ পাওয়ার। কিন্তু সম্প্রতি সারাদেশে এ পদে যে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাতে চুয়াডাঙ্গার দু’যুবক সুযোগ পেয়েছেন।

তবে সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে অনেকের অভিমত তাদের মধ্যে থেকে কেউ নিয়োগ পেলে তারা খুশি হতেন। নিয়োগপ্রাপ্তরা কেউই সেচ্ছাসেবক ছিলেন না।

মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা স্যাম্পল সংগ্রহ কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে জাহানারা খাতুন, সাজেদুর রহমান ও হাসানুজ্জামান নামে তিনজন দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের সাথে কথা বলে জানা যায় তারা গত ১৪ এপ্রিল থেকে এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব) আমজাদুল

ইসলাম বলেন, কিছুদিন পূর্বে সরকারিভাবে কর্মরত সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের নামের তালিকা চাওয়া হয়েছিলো। আমাদের এখানে ১৬ জন সেচ্ছসেবক তালিকাভূক্ত আছেন। আমরা তাদের নামের তালিকা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলাম। তারা নিয়মিতই তাদের দায়িত্ব পালন করছেন।

মেহেরপুরে নতুন করে দু’জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরের নতুন করে দু’জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে।

গতকাল সন্ধ্যায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন। আক্রান্তরা হলেন, সাহারবাটি গ্রামের বড়মসজিদ পাড়ার মিসেস মেরিনা (৩৫) ও মেহেরপুর পৌর এলাকার ঘোষ পাড়ার কাজল রেখা (২৮) । কাজল রেখা ঘোষ পাড়ার মেয়ে, তার শ্বশুরবাড়ি চুয়াডাঙ্গার দৌলতদিয়াড়, বর্তমানে সে চুয়াডাঙ্গাতেই অবস্থান করছেন বলে জানা যায়।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন জানান, এ পর্যন্ত জেলায় ১৯৯৫ টি নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে আক্রান্ত ৭৬ জন। এরমধ্যে মেহেরপুরে ৩৭, গাংনীতে ৩৩ ও মুজিবনগরে ৬ জন। সুস্থ হয়েছে ২৫জন ও মৃত্য হয়েছে ৫ জনের, ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৭ জন কে।

উপজেলা প্রশাসন আক্রান্তদের বাড়ি সহ তাদের পার্শবর্তী কয়েকটি বাড়ি লকডাউন ঘোষনা করবে। সকলকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার আহবান জানান তিনি।

গাংনীতে মশার কয়েল জ্বালাতে গিয়ে পুড়ল দিনমজুর আক্কাস আলীর বাড়ি

গাংনীর বামন্দী ইউনিয়নের রামনগরে গোয়াল ঘরে মশার কয়েলের আগুনে আক্কাচ আলী নামের এক দিনমজুরের বাড়ি পুড়ে গেছে। সোমবার মধ্যরাতে ওই গ্রামের মৃতঃ নইমুদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে আক্কাস আলী বিশ্বাসের বাড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, রাতে বাড়িতে আগুন লাগার খবর পেয়ে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। তার আগেই গোয়ালঘর পুড়ে যায়।

গৃহকর্তা আক্কাস আলী জানান, রাতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত ২টার দিকে হঠাৎ জেগে দেখি, গোয়াল ঘরে আগুন জ্বলছে। গোয়াল থেকে আগুনের সুত্রপাত হয়ে বসত ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।এ সময় চিৎকার করলে প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসার আগেই ঘর পুড়ে যায়।

ঘরে থাকা পাঁচটি ছাগল অগ্নীদদ্ব হয়ে একটি একটি ছাগল এছাড়াও বসত ঘরে থাকা সকল আসবাবপত্র ও মালামাল পুড়ে গেছে। যার আনুমানিক মূল্য লক্ষাধিক টাকা।এলাকাবাসী ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে ঘটনা স্থলে ফায়ার সার্ভিস পৌছানোর আগেই সব পুড়ে যায়।

বামুন্দি ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বলেন, আমি শুনেছি এবং আমার পরিষদ থেকে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করা হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান এটি দুঃখজনক ঘটনা। অসাবধানতার কারণেই এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে মানুষকে সচেতন হওয়া উচিত। অগ্নীকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে সরকারি সহযোগিতা করার ব্যবস্থা করা হবে।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক রিটনের জন্মদিনে দোয়া মাহফিল

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের জন্মদিন পালন করেছে জেলা যুবলীগ। উপলক্ষে মঙ্গলবার বিকালে পৌরসভার হলরুমে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ইউনুস আলীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ছাত্রনেতা আব্দুল মান্নান ছোট, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম, পৌর প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, পৌর কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, সাবেক যুবলীগ নেতা হিলন প্রমুখ।

জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুর রহমান সাজুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জেলা যুবলীগের সদস্য মহাবুব হাসান ডালিম, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, সহ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মাহফিজুর রহমান পোলেন, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি হাজী সাইফুল ইসলাম, বারাদী যুবলীগের সভাপতি এস আই রিঙ্কু মাহমুদ, আমদহ যুবলীগের সভাপতি সুইট, মোনাখালী যুবলীগের সভাপতি খালেক, বাগোয়ান যুবলীগের সভাপতি আজিজুল হক মংলা, আমঝুপি যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক তারিকুল ইসলাম তারিক সহ যুবলীগ-ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠান শেষে জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

মেপ্র/এমএফআর